সূচিপত্র

ভূমিকা **১৭**

ফেরেশতার সংজ্ঞা এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস ১৭

ফেরেশতা শব্দের পরিচয় ১৭

ফেরেশতাদের ওপর ইমান ১৮

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস কেমন হবে? ১৮

শারীরিক বৈশিষ্ট্য **২০**

তাদের কী থেকে এবং কখন সৃষ্টি করা হয়েছে ২০

ফেরেশতাদের দেখা ২২

তাদের শারীরিক আকৃতি ২৩

জিবরিল আলাইহিস সালামের বিশাল আকৃতি ২৩

আরশ বহনকারীদের বিশাল আকৃতি ২৬

ফেরেশতাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ২৬

তাদের গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক বৈশিষ্ট্য ২৭

এক. ফেরেশতাদের ডানা ২৭

দুই. ফেরেশতাদের সৌন্দর্য ২৭

তিন. মানুষ ও ফেরেশতার গড়ন ও গঠনে কি কোনো মিল আছে? ২৮
চার. তাদের শারীরিক আকৃতি ও মর্যাদায় তারতম্য ২৯
পাঁচ. তারা লৈঙ্গিক ধারণার ঊর্ধ্বে ৩০
ছয়. তাদের পানাহারের প্রয়োজন নেই ৩২
সাত. তারা একঘেয়েমি বা ক্লান্তির শিকার হন না ৩৩
আট. ফেরেশতাদের বাসস্থান ৩৩
নয়. ফেরেশতাদের সংখ্যা ৩৫
দশ. ফেরেশতাদের নাম ৩৬
এগারো. ফেরেশতাদের মৃত্যু ৪১

ফেরেশতাদের গুণাবলি ৪৩
ফেরেশতারা সম্মানিত ও অনুগত ৪৩
ফেরেশতাদের লজ্জাশীলতা ৪৪

ফেরেশতাদের সামর্থ্য ৪৬
এক. বিভিন্ন রূপ ধারণের সামর্থ্য ৪৬
দুই. অকল্পনীয় গতি ৪৯
তিন. জ্ঞানের বিশালত্ব ৫০
আসমানবাসীর বিতর্ক ৫১
চার. শৃঙ্খলা ও সুসংহতি ৫৩
পাঁচ. পাপহীনতা ৫৪

ফেরেশতাদের ইবাদত ৫৮
ফেরেশতাদের স্বভাব-প্রকৃতি ৫৮
ফেরেশতাদের অবস্থানগত মর্যাদা ৫৯
তাদের ইবাদতের উদাহরণ ৬১
এক. তাসবিহ (আল্লাহর মহিমা ঘোষণা) ৬১

দুই. সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ৬২
তিন. ফেরেশতাদের হজ ৬৩
চার. ফেরেশতাদের আল্লাহভীতি ৬৫

ফেরেশতা ও আদম ৬৭
মানুষ সৃষ্টির হিকমত সম্পর্কে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা ৬৭
আদমের সৃষ্টির সময় তার প্রতি সিজদা ৬৮
আদমকে ফেরেশতাদের শিক্ষা দেওয়া ৬৮
আদমের মৃত্যুর হলে ফেরেশতারা গোসল করান ৬৯

ফেরেশতা ও আদম-সন্তান ৭১
মানুষের সৃষ্টিতে তাদের ভূমিকা ৭১
ফেরেশতারা আদম-সন্তানকে পাহারা দেন ৭২
নবি ও রাসুলদের প্রতি আল্লাহর দূত ৭৪
যাদের কাছে ফেরেশতা আসেন, তাদের সকলেই নবি বা রাসুল নন ৭৫
নবিজির কাছে ওহি কীভাবে আসত? ৭৬
ওহি পৌঁছে দেওয়া জিবরিলের একমাত্র কাজ নয় ৭৭
নবিজির সালাতে জিবরিলের ইমামতি ৭৮
নবিজির জন্য জিবরিলের রুকইয়াহ ৭৮
জিবরিলের অন্যান্য কার্যক্রম ৭৯
আল্লাহ কেন ফেরেশতাদের রাসুল বানালেন না? ৭৯
মানুষের অন্তরে ভালো কাজের উদ্দীপনা তৈরি করা ৮০
আদম-সন্তানের ভালো ও মন্দ কর্ম লিপিবদ্ধ করা ৮৩
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ৮৭
ফেরেশতারা মানুষকে ভালো কাজের দিকে ডাকেন ৮৮
আদম-সন্তানদের পরীক্ষা করা ৮৮

নির্ধারিত সময়ে শরীর থেকে আত্মা কবজ করা ৯০
জান কবজের সময় ফেরেশতারা মুমিনদের অভিনন্দন জানান ৯২
মুসা আলাইহিস সালাম মৃত্যুর ফেরেশতার চোখ নষ্ট করে দিয়েছিলেন ৯২
কবরে, কিয়ামতের দিন ও পরকালে মানুষের সঙ্গে ফেরেশতাদের সম্পর্ক ৯৪

ফেরেশতা ও মুমিনগণ ৯৫
প্রথম অনুচ্ছেদে—মুমিনদের সঙ্গে ফেরেশতাদের ভূমিকা ৯৫
ক. মুমিনদের প্রতি ভালোবাসা ৯৫
খ. মুমিনদের সঠিক পথ দেখানো ৯৬
গ. মুমিনদের জন্য দুআ করা ৯৬
ঘ. মুমিনদের দুআর জবাবে আমিন বলা ৯৭
ঙ. মুমিনদের জন্য ক্ষমা চাওয়া ৯৮
চ. শিক্ষাসমাবেশ ও জিকিরের মজলিশে উপস্থিতি ৯৯
ছ. জুমআর সালাতে উপস্থিতদের তালিকা করা ১০০
জ. আমাদের মধ্যে ফেরেশতাদের আসা-যাওয়া ১০১
ঝ. মুমিনের কুরআন তিলাওয়াতের সময় নেমে আসা ১০২
ঞ. নবিজির কাছে তার উম্মাহর সালাম পৌঁছে দেওয়া ১০৩
ট. মুমিনদের সুসংবাদ দেওয়া ১০৪
ঠ. ফেরেশতা ও স্বপ্ন ১০৫
ড. যুদ্ধকালে মুমিনদের পাশে থেকে লড়াই ও সাহায্য করা ১০৬
ঢ. নবিজির নিরাপত্তা ১০৯
ণ. সৎকর্মশীলদের নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও দুশ্চিন্তা লাঘব ১১০
ত. সৎকর্মশীলদের জানাযায় অংশ নেওয়া ১১২
থ. শহিদদেরকে ডানা দিয়ে ছায়া দেওয়া ১১৩
দ. সিন্দুক নিয়ে আসা ১১৩
ধ. দাজ্জাল থেকে মক্কা ও মদিনার প্রতিরক্ষা ১১৩

ন. ফেরেশতাদের সাহচর্যে ইসা আলাইহিস সালামের অবতরণ ১১৪
প. শামের ওপর ডানা ছড়িয়ে রাখা ১১৪
ফ. ফেরেশতাদের সঙ্গে কথা মেলানোর ফজিলত ১১৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ—ফেরেশতাদের দুআ পাওয়ার মতো কিছু কাজ ১১৫
ক. মানুষকে উত্তম শিক্ষা দেওয়া ১১৫
খ. জামাতে সালাতের জন্য অপেক্ষা করা ১১৬
গ. প্রথম কাতারের মুসল্লি ১১৬
ঘ. কাতারের ফাঁকা স্থান পূর্ণকারী ১১৬
ঙ. সাহরি গ্রহণকারী ১১৬
চ. নবিজির প্রতি দরুদ পাঠকারী ১১৭
ছ অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ব্যক্তি ১১৭
তৃতীয় অনুচ্ছেদ—ফেরেশতাদের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ১১৮
এক. ফেরেশতাদের অপমান না করা ১১৮
দুই. পাপাচার ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা ১১৯
তিন. আদম-সন্তানেরা যেসব জিনিসে কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও সেসব জিনিসে কষ্ট পান ১২১
চার. সালাতের সময় ডানদিকে থুতু না ফেলা ১২২
পাঁচ. সকল ফেরেশতাকে বন্ধু বানানো ১২২

ফেরেশতা এবং কাফির ও পাপাচারী ১২৪
এক. কাফিরদের ওপর শাস্তি নিয়ে আসা ১২৪
দুই. লুত আলাইহিস সালামের জাতিকে ধ্বংস করা ১২৪
তিন. কাফিরদের প্রতি অভিসম্পাত ১২৬
ক. স্বামীর প্রতি সাড়া না দেওয়া স্ত্রী ১২৭
খ. ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিতকারী ১২৮
গ. সাহাবিদের অপবাদ প্রদানকারী ১২৮

ঘ. আল্লাহর শরিয়া প্রতিষ্ঠায় বাধাদানকারী ১২৮
ঙ. বিদআতি ও পাপাচারীকে নিরাপত্তা প্রদানকারী ১২৯
চার. কাফিরদের ফেরেশতা দেখতে চাওয়ার আবদার ১২৯

ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টি ১৩১
এক. আরশ বহনকারীরা ১৩১
দুই. পাহাড়ের ফেরেশতারা ১৩২
তিন. বৃষ্টি, ফসল ও রিজিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতারা ১৩২

কারা শ্রেষ্ঠ—মানুষ না ফেরেশতা? ১৩৬
এ এক পুরোনো বিতর্ক ১৩৬
এ বিষয়ক বিভিন্ন মত ১৩৮
বিতর্কের মূল জায়গা ১৩৮
নেককার মানুষদের শ্রেষ্ঠত্বের দলিল ১৩৯
বিশুদ্ধ মত ১৪৩

শারীরিক বৈশিষ্ট্য

এই অধ্যেয়ের অধীনে মোট প্রধান তিনটি বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। যার প্রথম অংশ তাদের সৃষ্টি উপাদান নিয়ে, দ্বিতীয় অংশ তাদের শারীরিক আকৃতি বিষয়ে এবং তৃতীয় অংশ তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এই তিনটি অংশের অধীনে আরও বিস্তারিত আলোচনাও থাকছে।

তাদের কী থেকে এবং কখন সৃষ্টি করা হয়েছে

আল্লাহ তাদের আলো থেকে সৃষ্টি করেছেন। আম্মাজান আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আলো থেকে, জিনদের আগুনের শিখা থেকে, আর আদম সৃষ্টির উপাদান তোমাদের জানানো হয়েছে।'[১]

এটা কোন আলো এবং সেই আলো কী থেকে সৃষ্টি, তা নবিজি ব্যাখ্যা করেননি। তাই আমাদেরও এ ব্যাপারে টানাহেঁচড়া করা উচিত নয়। কারণ, এটি গায়েবের বিষয় এবং এই হাদিস ছাড়া এ বিষয়ে আমাদের আর কিছু জানানো হয়নি।

ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে গৌরবের আলো থেকে এবং ইবলিসকে সৃষ্টি করা হয়েছে গৌরবের আগুন থেকে।'

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৯৯৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৫৮৩৩

তিনি আরও বলেছেন, 'আল্লাহ ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন বাহুদ্বয় ও বুকের আলো থেকে।'

এই মতগুলো গ্রহণ করা যাবে না। যদি ধরে নেওয়া হয় উল্লিখিত মতামতগুলো আলিমদের থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, তবু তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ, এই সম্মানিত আলিমগণ ভুলের ঊর্ধ্বে নন। এই তথ্যগুলো তারা ইসরাইলি বর্ণনা[১] (ইহুদি উৎস) থেকে নিয়ে থাকতে পারেন।[২]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আসমানবাসী (ফেরেশতারা) তিন দলে বিভক্ত—

১. যাদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা জানেন যে, কল্যাণব্যবস্থা তাদের ওপর নির্ভরশীল হবে। তাই তাদের শরীর তিনি সৃষ্টি করেছেন আলো দিয়ে, যা মুসার আগুনের অনুরূপ। এই আলো দিয়ে সৃষ্ট শরীরে তিনি তাদের সম্মানিত আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন।

২. আরেক দলকে সৃষ্টি করা হয়েছে খুবই হালকা বাষ্প ও অন্যান্য উপাদানের মিশ্রণ থেকে। এর ফলে পাশবিক আচরণের প্রতি কঠিন বিতৃষ্ণার অধিকারী মহান আত্মাদের উদ্ভব ঘটে।

৩. আরেক দল মানুষ আত্মা, যারা আসমানবাসীর খুবই নিকটবর্তী। তারা এমন আমল সর্বদা করার প্রচেষ্টা করেন, যেগুলো তাদের রক্ষা করবে এবং (ফেরেশতাদের) সমকক্ষ হতে সাহায্য করবে। এক সময় তারা নিজেদের শারীরিক চাদর ঝেড়ে ফেলে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, এবং তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হন।[৩]

ফেরেশতাদের সুবিস্তর ও সুনির্দিষ্ট এই শ্রেণিভেদের বিশুদ্ধতার পক্ষে কোনো সহিহ দলিল নেই।

---

[১] বনি ইসরাইল বা ইহুদিদের থেকে বর্ণিত তথ্য ও সংবাদকে ইসরাইলি বর্ণনা বা ইসরাইলিয়াত বলে। ইসরাইলি বর্ণনা তিন ধরনের হয়ে থাকে—

১. যেসব বর্ণনা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী (এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে)।
২. যেসব বর্ণনা কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী (এ ধরনের বর্ণনা মিথ্যা, তাই গ্রহণ করা যাবে না)।
৩. যেসব বর্ণনাকে কুরআন-সুন্নাহ সত্যায়ন করে না, মিথ্যা বলে প্রতিপন্নও করে না (এ ধরনের রিওয়ায়াত বর্ণনা করার সুযোগ আছে; তবে সেটাকে সত্য বা মিথ্যা বলা যাবে না।—শারয়ি সম্পাদক

[২] *সিলসিলাতুল আহাদিস সাহিহা,* শাইখ আলবানি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৭

[৩] *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা,* শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি, পৃষ্ঠা : ৩৩

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের কখন সৃষ্টি করেছেন, তা আমরা জানি না। কিন্তু তারা যে আদম আলাইহিস সালাম অর্থাৎ মানবজাতির আগে সৃষ্ট, তা স্পষ্ট। আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন যে, পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করার বিষয়টি তিনি ফেরেশতাদের জানিয়েছেন। তিনি বলেন—

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً... ﴿٣٠﴾

যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে এক প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।[১]

খলিফা শব্দটি দিয়ে এখানে আদম আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ দেন আদমকে সিজদা করার জন্য। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾

যখন আমি তাকে আকৃতি দেওয়া শেষ করব এবং তার মধ্যে আমার [সৃষ্ট] আত্মা ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে।[২]

ফেরেশতাদের দেখা

ফেরেশতাদের শরীর আলো থেকে সৃষ্ট এবং তা কম ঘনত্বসম্পন্ন বলে মানবজাতি তাদের দেখতে পায় না। মূলত আল্লাহ আমাদের চোখকে ফেরেশতাদের দেখার মতো সক্ষমতা দেননি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া এই উম্মাহর আর কেউ ফেরেশতাদের তাদের আসল আকৃতিতে দেখেনি। জিবরিলকে আল্লাহ তাআলা যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, নবিজি মাত্র দুইবার তাকে সে আকৃতিতে দেখেছেন। নুসুস (কুরআন-সুন্নাহ) থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতারা মানুষের আকৃতি ধারণ করে আবির্ভূত হলে

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ৩০

[২] সুরা হিজর, আয়াত : ২৯

মানুষ তাদের দেখতে পায়।

তাদের শারীরিক আকৃতি

শুধু দুজন মহান ফেরেশতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

জিবরিল আলাইহিস সালামের বিশাল আকৃতি

জিবরিলকে আল্লাহ যে ফেরেশতাসুলভ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, নবিজি দুবার তাকে সে অবস্থায় দেখেছেন। এই দুটি ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾

আর নিশ্চয়ই তিনি (মুহাম্মাদ) তাকে দেখেছেন (পূর্বদিকে) স্পষ্ট দিগন্তে।[১]

এবং

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾

আর নিশ্চয়ই তিনি (মুহাম্মাদ) তাকে (জিবরিল) দেখেছেন আরেকবার। সিদরাতুল মুনতাহার কাছে। তার কাছেই রয়েছে চিরন্তন জান্নাত।[২]

এটি মিরাজের সময়কার ঘটনা।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই দুটি আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, 'ইনি জিবরিল। আল্লাহ তাকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, এই দুবার ছাড়া আর কখনো সে রূপে তাকে দেখিনি। তাকে আসমান থেকে নামতে দেখেছি আমি। তার প্রকাণ্ড

---

[১] সুরা তাকবির, আয়াত : ২৩

[২] সুরা নাজম, আয়াত : ১৩-১৫

আকৃতি আসমান ও জমিনের মাঝখানের পুরো জায়গা দখল করে নিয়েছিল।’[১]

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾

তারপর তিনি এগিয়ে কাছে এলেন। [সুরা নাজম, আয়াত : ৮]

একবার আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে সুরা নাজমের এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

উত্তরে তিনি বলেন, ‘তিনি জিবরিল। নবিজির কাছে সাধারণত মানুষের আকৃতিতে আসতেন। কিন্তু এই ঘটনায় এসেছিলেন নিজের আসল আকৃতিতে, আকাশের পুরো দিগন্ত পূর্ণ করে দিয়ে।’[২]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরিলকে ৬শ ডানাবিশিষ্ট রূপে দেখেছেন।’[৩]

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾

নিশ্চয়ই তিনি (মুহাম্মাদ) তার রবের কিছু মহত্তম নিদর্শন দেখেছেন।[৪]

ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘দিগন্তবিস্তৃত সবুজ গদি তিনি দেখেছেন।’[৫]

এই গদির ওপর জিবরিল বসা ছিলেন।

তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালামকে নিজ চোখে দেখেছেন, এক গদির ওপর বসা অবস্থায় তিনি আসমান ও

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১৩৪৪

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৩৫; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৪৮৫৬-৪৮৫৭; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৪

[৪] সুরা নাজম, আয়াত : ১৮

[৫] *সহিহুল বুখারি* : ৪৮৫৮; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১৪৭৯

জমিনের মাঝখানের পুরো জায়গা জুড়ে ছিলেন।’[১]

তিনি আরও বলেন, ‘আল্লাহর রাসুল জিবরিলকে ৬শ ডানাবিশিষ্ট অবস্থায় দেখেছেন, যা পুরো দিগন্ত জুড়ে ছিল।’[২]

অন্য এক বর্ণনায় তিনি আরও বলেন, ‘আল্লাহর রাসুল জিবরিলকে তার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। তার ছিল ৬শ ডানা, তার একেকটি পুরো দিগন্ত জুড়ে ছিল। আর তার ডানা থেকে ঝরে পড়ছিল নানা রঙের বিভিন্ন বস্তু, মুক্তার দানা ও ইয়াকুত পাথর।’[৩]

ইবনু কাসির এই হাদিসের ব্যাপারে বলেছেন এর বর্ণনাসূত্র জাইয়িদ (হাসান, গ্রহণযোগ্য)।[৪]

জিবরিল আলাইহিস সালামের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন—

إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ١٩ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٖ ٢٠

مُّطَاعٖ ثَمَّ أَمِينٖ ٢١

---

[১] *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬১১; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১৪৭৭; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৩৭৬৭; হাদিসটি সহিহ।

[২] *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬১১; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১৪৭০; *মুজামুত তাবারানি* : ৯০৫৪; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৮২৫; এ হাদিসের শেষাংশ হলো—مَا اللهُ بِهِ عَلِيمٌ (যার সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন)—শারয়ি সম্পাদক

[৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭; উল্লেখ্য, এ হাদিসটি সনদগতভাবে সহিহ নাকি যয়িফ তা মতানৈক্যপূর্ণ একটি বিষয়। ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ কখনো জাইয়িদ আবার কখনো হাসান বলেছেন। শাইখ আহমাদ শাকির বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। তবে শাইখ শুআইব আল-আরনাউত ও শাইখ আলবানি বলেছেন, হাদিসটির সনদ জইফ। এর সনদে শারিক নামের একজন রাবি রয়েছেন যাকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম জইফ বলেছেন আবার ইমাম ইবনু মায়িন ও নাসায়িসহ কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম সিকা (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। সম্ভবত এ ইখতিলাফের ওপর ভিত্তি করেই কেউ সনদ সহিহ বা হাসান বলেছেন এবং কেউ জইফ বলেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।—শারয়ি সম্পাদক

নিশ্চয়ই এটি এক পরম মর্যাদাবান বার্তাবাহকের আনীত বাণী—যিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে সম্মানের অধিকারী, সবার মান্যবর এবং বিশ্বাসভাজন।[১]

পরম মর্যাদাবান বার্তাবাহক বলতে এখানে জিবরিলকে বোঝানো হয়েছে। আর আরশের অধিপতি হলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

আরশ বহনকারীদের বিশাল আকৃতি

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে আল্লাহর এক ফেরেশতার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তিনি আরশের একজন বাহক। তার কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত দূরত্ব ৭শ বছরের সফরের সমান।'[২]

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর রাসুল বলেছেন, আমাকে আল্লাহর এক ফেরেশতার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তিনি আরশের একজন বাহক। তার পা দুটো নিচের জমিনে আর আরশ তার শিঙের ওপর স্থিত। তার কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত দূরত্ব ৭শ বছর ধরে পাখির ওড়ার পথের সমান। সেই ফেরেশতা বলেন, আপনি যেখানেই থাকুন, মহিমা আপনার।'[৩]

ফেরেশতাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য

জাহান্নামের ফেরেশতাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

হে মুমিনেরা, নিজেদের ও নিজেদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিযুক্ত রয়েছে কঠোর স্বভাব ও

---

[১] সুরা তাকবির, আয়াত : ১৯-২১

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭২৭; *মুজামুত তাবারানি* : ১৭০৯; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *আল-মুজামুল আওসাত*, ইমাম তাবারানি, ৬৫০৩; হাদিসের সনদ জইফ।

পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী ফেরেশতারা, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া আদেশের অবাধ্য হয় না এবং যা আদেশ করা হয়, তাই করে।[১]

তাদের গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক বৈশিষ্ট্য

এক. ফেরেশতাদের ডানা

আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন, ফেরেশতাদের ডানা আছে। কুরআনুল কারিমে এই বিষয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন—

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা। যিনি ফেরেশতাদের বানিয়েছেন ডানাবিশিষ্ট বার্তাবাহক, দুই বা তিন বা চারটি করে। তিনি তার সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা, তা বৃদ্ধি করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাশালী।[২]

অর্থাৎ ফেরেশতাদের আল্লাহ তাআলা ডানাবিশিষ্ট করে বানিয়েছেন। কারও দুটি, কারও তিনটি বা চারটি কিংবা তার চেয়েও বেশি।

জিবরিল আলাইহিস সালামের ৬শ ডানার কথা যেসব হাদিসে রয়েছে, আমরা তা আগে উল্লেখ করেছি।

দুই. ফেরেশতাদের সৌন্দর্য

আল্লাহ তাআলা তাদের মহান ও সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। জিবরিল আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে তিনি ঘোষণা করেছেন—

---

[১] সুরা তাহরিম, আয়াত : ৬

[২] সুরা ফাতির, আয়াত : ১

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿٦﴾

তাকে (কুরআন) শিক্ষা দিয়েছেন অত্যন্ত শক্তিশালী, ধীশক্তিসম্পন্ন সত্তা (জিবরিল)। তিনি (জিবরিল) নিজ আকৃতিতে দেখা দেন।[১]

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যু-মিররাতিন (ذُو مِرَّةٍ) অর্থ তার আকৃতি অনিন্দ্যসুন্দর। কাতাদা রাহিমাহুল্লাহর মতে, এর অর্থ—লম্বা ও সৌন্দর্যময়। বলা হয়, এর আরেক অর্থ—শক্তিমত্তার অধিকারী। এই দুটি মতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, জিবরিল যেমন শক্তিমান, তেমনই সুন্দরও।

ফেরেশতারা যে সুন্দর, এ ধারণাটি মানুষের মনে স্বভাবতই প্রোথিত, ঠিক যেমন শয়তানদের কুৎসিত হওয়ার ধারণাটিও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই আমরা দেখি সুন্দর মানুষদের ফেরেশতার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়। সত্যবাদী ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখে নারীরা কী বলেছিল, খেয়াল করুন—

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

তারপর যখন তারা তাকে দেখে, তার প্রশংসা করতে করতে (বিমোহিত অবস্থায় অজান্তে) নিজেদের হাত কেটে ফেলে। এবং বলে, হায় আল্লাহ, এ তো কোনো মানুষই না! এ যেন রীতিমতো ফেরেশতা![২]

তিন. মানুষ ও ফেরেশতার গড়ন ও গঠনে কি কোনো মিল আছে?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সব নবিকে দেখানো হয়েছে আমাকে। মুসা আলাইহিস সালামকে দেখলাম মাঝারি গড়নের মানুষ, শানুআ গোত্রের মানুষদের মতো। ইসা ইবনু মারইয়ামকেও দেখেছি, আমার দেখা মানুষদের মধ্যে উরওয়া ইবনু মাসউদের সঙ্গে তার মিল সবচেয়ে বেশি। ইবরাহিম আলাইহিস

[১] সুরা নাজম, আয়াত : ৫-৬

[২] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৩১

সালামকে দেখেছি, তার সঙ্গে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ মানুষ তোমাদের সঙ্গী (নবিজি নিজে)। জিবরিল আলাইহিস সালামকেও দেখেছি, আমার দেখা মানুষদের মধ্যে তার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মেলে দিহইয়া। ইবনু রুমহের বর্ণনা অনুযায়ী, দিহইয়া ইবনু খালিফা।'[১]

চার. তাদের শারীরিক আকৃতি ও মর্যাদায় তারতম্য

সকল ফেরেশতার শারীরিক আকৃতি ও মর্যাদা এক নয়। কোনো ফেরেশতার দুটি ডানা, কারও তিনটি, জিবরিল আলাইহিস সালামের আবার ৬শ। রবের সামনে তাদের মর্যাদাও একেক রকমের ও নির্দিষ্ট। কুরআনুল কারিমে ফেরেশতাদের বক্তব্য এভাবে এসেছে—

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾

আমাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নির্দিষ্ট স্থান (বা পদমর্যাদা)।[২]

আর জিবরিল আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন—

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

নিশ্চয়ই এটি এক পরম মর্যাদাবান বার্তাবাহকের আনা বাণী, যিনি শক্তিশালী ও আরশের অধিপতির কাছে সম্মানের অধিকারী।[৩]

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা ও সম্মান অনেক বেশি।

সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা হলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ। রিফাআ ইবনু রাফি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'জিবরিল আলাইহিস সালাম আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—বদরের (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী)

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৬৭; *জামিউত তিরমিযি* : ৪০১৮

[২] সুরা সাফফাত, আয়াত : ১৬৪

[৩] সুরা তাকবির, আয়াত : ১৯-২০

মানুষদের ব্যাপারে আপনার কী ধারণা? আল্লাহর রাসুল বলেন, তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম (বা এমনই কিছু বলেছেন)। জিবরিল বলেন, বদরে উপস্থিত ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও একই কথা।'[১]

পাঁচ. তারা লৈঙ্গিক ধারণার উর্ধ্বে

বনি আদমের পথভ্রষ্ট হওয়ার একটি কারণ হলো গায়েবের জগতের ওপর তারা দুনিয়াবি মানবীয় মাপকাঠি আরোপ করে। একজনকে দেখলাম জিবরিল আলাইহিস সালামের গতির বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। নবিজিকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে জিবরিল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চলে আসতেন আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর নিয়ে।

ওই ব্যক্তির প্রশ্ন, এত দ্রুতগতি কী করে সম্ভব! বিভিন্ন মহাকাশীয় তারকার কাছে পৌঁছাতেই তো কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষের প্রয়োজন হয়।

এই বেচারার মাথায়ই ঢুকছে না যে, সে মশা হয়ে উড়োজাহাজের গতি মাপছে নিজের মাপকাঠিতে। সে ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবলেই বুঝত, ফেরেশতাদের জগতের আলাদা মানদণ্ড রয়েছে এবং তা মানবজগৎ থেকে একেবারে আলাদা।

মুশরিক আরবরাও এ ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা ফেরেশতাদের নারী হিসেবে বিবেচনা করত। এখানেই শেষ নয়। সত্য থেকে আরও বিচ্যুত হয়ে তারা আবিষ্কার করেছে এর চেয়েও বড় গালগল্প, বলে কিনা এই নারী ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা!

কুরআন তাদের দুটো দাবিই খণ্ডন করেছে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে তাদের কাছে এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তারা নিজেরা যেখানে কন্যাসন্তান দেখতে পারে না, সেখানে আল্লাহকে বানিয়ে দিয়েছে কন্যার বাপ। কন্যাসন্তান হওয়ার খবর পেলে তাদের মুখ কালো হয়ে যায়। ভেতরে-ভেতরে তারা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এমন দুঃসংবাদ কীভাবে মানুষের কাছ থেকে লুকানো যায়, এ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একে তো তারা আল্লাহর প্রতি সন্তান আরোপ করছে, তার ওপর মেয়ে। গালগল্প এভাবেই ছড়ায় আর ওহির আলোবঞ্চিত মানুষের মনে শেকড় গেড়ে বসে।

এই আয়াতগুলো দেখি, যেখানে এসব পৌরাণিক কাহিনিকে খণ্ডন ও তিরস্কার করা হয়েছে—

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯৯২; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩৩০১১